দৈনিক সংবাদ ১৭

তারিখ JUN 1 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

অর্থের অভাব ॥ শিক্ষক সংকট

# কেশবপুরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত

কেশবপুর, (যশোর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে কেশবপুরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীর নিজের এলাকায় শিক্ষার এই বেহাল দশা চলতে থাকায় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

এক মাস আগে 'বর্ণময় যশোর'-এর আওতায় গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও অর্থ সংকটের কারণে তা আর চালু হয়নি। গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে থানার ৯টি ইউনিয়নে ৮২ জন সুপারভাইজার ও ১ হাজার ৩শ' ৩২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণও শেষ হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রশিক্ষণশেষে এপ্রিল মাস থেকে প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্র চালুর সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা চালু হয়নি। এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের কাজও হয়নি। অর্থ সংকটই এর মূল কারণ। তবে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে বর্ণময় যশোরের কার্যক্রম শুরু হবে।

অন্যদিকে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট দীর্ঘদিনের। দু'দফায় শিক্ষক নিয়োগের পরও ৮টি প্রধান ও ২১টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। থানায় ৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও চলছে শিক্ষক সংকট। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের নির্বাচনী এলাকা কেশবপুর।